BA(G), 2nd Sem

HISTORY

Q. পাল রাজা দেবপালের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(5)

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল ৮১০ খ্রী. নাগাদ সিংহাসনে বসেন। প্রাপ্ত লেখগুলি থেকে মনে হয়, তিনি তাঁর সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, এর সীমা প্রসারিত করেছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাছাড়া তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার পিছনে আদর্শের অনুপ্রেরণাও ছিল। 'সকলোত্তর পথ নাথ' হওয়া। দেবপালের এই আদর্শ রূপায়ণে সহায়ক হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দর্ভপাণি এবং তাঁর পৌত্র কেদার মিশ্র।

তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিভিন্ন লেখ থেকে আমরা তাঁর রাজ্য জয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাই। এই লেখগুলি হল— মুঙ্গের লেখ, বাগলপুর লেখ, ও বাদল প্রশস্তি। বাদল প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, দেবপাল উৎকল, হূণ, দ্রাবিড়, ও গুর্জরদের পরাজিত করেন। বাগলপুর লেখতে তাঁর উৎকল ও প্রাগজ্যোতিষ জয়ের কথা আছে। মুঙ্গের তাম্র লেখতে বলা হয়েছে যে, দেবপালের বিজয় পতাকা পশ্চিমে কম্বোজ ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বাহিত হয়েছিল। ড: বিনোদচন্দ্র সরকার মনে করেন, লেখকের প্রশস্তিতে সংশ্লিষ্ট শাসকের কৃতিত্বকে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা দুর্লভ নয়। প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজাকেই দিগ্বিজয়ী বলে তাঁরা দাবি করে গেছেন। দেবপালের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে এও কথা ঠিক যে, দেবপাল তাঁর পিতৃদত্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন।

দেবপালের রাজত্বের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উপাদান বাদল স্তম্ভ লেখ। এতে বলা হয়েছে যে, দর্ভপাণির কূটনীতির ফলে দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্বসাগর থেকে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভারত থেকে কর আদায় করতে পেরেছিলেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, কেদার মিশ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলে দেবপাল উৎকল রাজের উচ্ছেদ সাধন, হূণদের গর্বহরণ, দ্রাবিড় এবং গুর্জরদের ঔদ্ধত্যের অবসানের পর সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরি তাঁর অধুনা প্রকাশিত 'গবেষণা গ্রন্থ' জয়নাগরিক হিসাবে অংশ বেশেলা— এ মন্তব্য করেছেন যে, এই প্রশস্তিতে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না।

তবে এই দাবি একেবারে মিথ্যা বলে মনে হয় না, হিমালয়ের সানুদেশে ওনরাষ্ট্র এবং প্রাগজ্যোতিষ, কম্বোজ, উৎকল প্রভৃতি রাজ্য হিমালয়ের সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ অবস্থিত ছিল। তাই দেবপালের পক্ষে এই সব রাজ্য জয়ের প্রয়াস স্বাভাবিক বলে মনে হয়। দেবপালের বিজয়ের দিকগুলিও দেখা যায় যে, তিনি তাঁর বিজয় পতাকা পশ্চিমে কম্বোজ ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বহন করেছিলেন।

প্রতিবেশী রাজ্য প্রাগজ্যোতিষ (আসাম) সেচ্ছায় দেবপালের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। ~~অনেকে মনে করেন, কোনও~~ দেবপালের উৎকল বিজয়ে কোন বাধা ছিল না। তারপর তিনি হয়তো হূণ রাজ্য জয় করে কম্বোজের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাদল স্তম্ভ লেখতে গুর্জরদের কথা আছে। তাদের রাজা ছিলেন মিহির ভোজ বা প্রথম ভোজ। গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে ভোজের জয়যাত্রার কথা আছে। এ বিষয়ে ড. চৌধুরি মনে করেন যে, তিনি হয়তো প্রথমে জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেবপাল তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, এই লেখ-এর দ্রাবিড় রাজা এবং তাদের রাজা ছিলেন প্রথম অমোঘবর্ষ। মুঙ্গের তাম্রপাত্রে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, দেবপালের সাম্রাজ্য রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ড. মজুমদার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তিনি বলেছেন যে, দ্রাবিড় বলতে সাধারণত: তামিলদের বোঝায়। সুতরাং তাঁর মতে দ্রাবিড় নাথ হচ্ছেন পাণ্ড্য রাজ্য শ্রীমার শ্রীবল্লভ। ড. নিহার রঞ্জন রায় এই যুক্তিকে দুর্বল মনে করেন। সে যাই হোক, দেবপালের সময়ও বিজিত রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীন বলে গণ্য হতেন। তবে দেবপালের সময় আধিপত্য তাদের স্বীকার করতে হত।

দেবপালের খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তারলাভ করেছিল, সমকালীন গুর্জর, সুমাত্রা ও মালয় দ্বীপের নৃপতিবর্গের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজ বালপুত্র দেব তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করে নালন্দায় বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। দেবপাল অনুমতি দেন ও মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজগৃহ ও গয়ায় পাঁচটি গ্রাম দান করেন। তাঁর নালন্দা দান পত্র থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে নালন্দার খ্যাতি তখন বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আবার পর্যটক মুলেশানের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, দেবপালের সেনাবাহিনী সমসাময়িক প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বাহিনীর থেকে বেশী শক্তিশালী ছিল। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের চেয়েও ধর্মপাল ও দেবপালের অধীনে পাল সাম্রাজ্য আয়তনে বড় ও স্থায়িত্বেও দীর্ঘ ছিল।

Scanned with CamScanner